



## 36891 - সংক্ষপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বধি-বধিান

### প্রশ্ন

কুরআনে স্পষ্টভাবে নারীর জন্য যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে -সেটা ইসলামী দেশে হোক কিংবা অনসৈলামী দেশে হোক- কী পরধিান করা আবশ্যকীয় সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পুরুষের পোশাকের ব্যাপারটি জানতে চাই। সেটা যে দেশে বা যে সমাজে হোক না কেন; ইসলামী দেশে কিংবা অনসৈলামী দেশে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সংক্ষপে পুরুষের পোশাক সংক্রান্ত বধি-বধিান। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি যথেষ্ট হয় এবং কাজে আসে:

১. পরধিানযোগ্য সব পোশাকের মূল বধিান হচ্ছে- বধিতা। যদি না কোন পোশাক হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল থাকে; যমেন- পুরুষদের জন্য রশেমের কাপড় পরা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় এ দুটো জনিসি আমার উম্মতের পুরুষদের উপর হারাম (নষিদিধ), নারীদের জন্য জায়যে (বধি)।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬৪০), আলবানী সহহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন] যমেন- মৃতপ্রাণীর চামড়া পরধিান করা অবধি; তবে দাবাগত করলে তথা প্রক্রিয়াজাত করলে বধি। আর ভড়া, উট ও ছাগলের পশম দিয়ে তৈরি পোশাক এর বধিান হচ্ছে- এগুলো পবতির ও বধি। মৃতপ্রাণীর চামড়া ব্যবহারের বধিান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে 1695 নং ও 9022 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

২. স্বচ্ছ পোশাক পরধিান করা অবধি; যে পোশাকে সতর ঢাকে না।

৩. পোশাকাদরি ক্ষতের কাফরে ও মুশরকিদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। তাই যে সব পোশাক কাফরেদের নজিস্ব পোশাক সেগুলো পরধিান করা নাজায়যে।

আব্দুল্লাহ বনি আমর বনি আস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কুসুম রঙ-এর দুটো কাপড় পরহিতি দেখে বললেন: এগুলো কাফরেদের পোশাক। তাই, তুমি এগুলো পরধিান করো না।[সহহি মুসলিম (২০৭৭)]

৪. পোশাকের ক্ষতের পুরুষদের জন্য নারীদের বেশে ধারণ করা এবং নারীদের জন্য পুরুষদের বেশে ধারণ করা হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ ও পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী



নারীদরেক লানত করছেন।[সহি বুখারী (৫৫৪৬)]

৫. সুননত হচ্ছ- য়ে কনো মুসলমি বসিমল্লাহ্ বললে ডান দকি থেকে কাপড় পরা শুরু করবে এবং বাম দকি থেকে কাপড় খোলো শুরু করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যখন তোমরা পোশাক পরবে কিংবা ওয়ু করবে তখন ডান দকি থেকে শুরু কর।”[সুনানে আবু দাউদ (৪১৪১), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৮৭) হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন।

৬. নতুন পোশাক পরে আল্লাহর শুকরয়া আদায় করা ও দোয়া করা সুননত। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোনো নতুন কাপড় পরাধীন করতনে, তখন এই পোশাকের নাম উল্লেখ করতনে; যমেন- পাগড়ি বা জামা কিংবা চাদর। তারপর বলতনে:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

(অর্থ :হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি য়ে উদ্দেশ্যে তরৈ হয়ছে সে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনষ্টি এবং এটি য়ে জন্য তরৈ করা হয়ছে সটোর অনষ্টি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।)[সুনানে তরিমযি (১৭৬৭), সুনানে আবু দাউদ (৪০২০), শাইখ আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

৭. অহমকি ও অতিরঞ্জন বর্জন করে পোশাক-পরচ্ছদ পরচ্ছন্ন রাখার প্রতযিতনবান হওয়া সুননত। আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তিনি বলনে: “যে ব্যক্তরি অন্তরে অণু পরমাণ অহংকার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশে করবে না। এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ তো পছন্দ করে তার কাপড়টি সুন্দর হবে, তার জুতাটি সুন্দর হবে। তিনি বললনে: নশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সটেন্দর্য পছন্দ করনে। অহংকার হচ্ছ- সত্যকে প্রতযাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা।”[সহি মুসলমি (৯১)]

৮. সাদা রঙের পোশাক পরাধীন করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বলছেন: “তোমরা সাদা পোশাক পরাধীন করো। কনো সাদা পোশাক সর্বতোত্তম পোশাক। এবং সাদা পোশাকে তোমাদের মৃতব্যক্তদরেককে কাফন দাও।”[সুনানে তরিমযি (৯৯৪) হাসান সহি, আলমেগণ সাদা রঙের পোশাক পরাকে মুস্তাহাব বলনে; সুনানে আবু দাউদ (৪০৬১) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৭২)]

৯. পরধিয়ে য়ে কনো পোশাকের সর্বতোচ্চ সীমা টাকনু পর্যন্ত; কনো পোশাককে টাকনুর নীচে প্রলম্বতি করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে তিনি বলনে: “লুঙগরি যতটুকু টাকনুর নীচে যাবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে।”[সহি বুখারী (৫৪৫০)] আবু যর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



থেকে বর্ণনা করলে যে, তিনি বলেন: “আল্লাহ্ কয়ামতের দিনে তিনি ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি তিনিবার বলছেন। আবু যার (রাঃ) বলেন: তারা ব্যর্থ হোক ও ক্ষতগ্রস্ত হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা কারা? তিনি বললেন: লুগ্গি প্রলম্বতিকারী, খোট্টা দানকারী ও মথিয়া শপথ করে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী। [সহিহ মুসলিম (১০৬)]

১০. ‘যশোদ-পোশাক’ পরধান করা হারাম। সটো এমন পোশাক যা পরহিতিকে অন্যদরে থেকে আলাদা করে তোলে; যাত করে তার দিকে চোখ তুলে তাকানো হয়, তার পরচিতি লাভ হয় এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি যশোদ-পোশাক পরবে কয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাকে অনুরূপ পোশাক পরাবেন।” অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, “এরপর তাকে আগুন পোড়ানো হবে”। অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে”। [সুনানে আবু দাউদ (৪০২৯), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৬০৬) ও (৩৬০৭), শাইখ আলবানী ‘সহিহুত তারগীব গ্রন্থে (২০৮৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন।]

প্রশ্নকারী ভাই এ ওয়েব সাইটে ‘পোশাক’ অধ্যায় [দেখতে](#) পারেন; সেখানে এ বিষয়ে আরও জ্ঞান রয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।